KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 7/29, Poddar Nagar Dhakuria 68
Collection : KLMLGK	Publisher : Subir Nag
Title : অনঘ (ANAGHA)	Size : 8.5"/5.5" 3.5"/9.5" (S. No.)
Vol. & Number : 1/2 Special No.	Year of Publication : 1360 May 1987
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : Subir Nag	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সুবীর নাগ সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক মুখপত্র

অনঘ

প্রথম বর্ষ :: দ্বিতীয় সংকলন

১৩৮০

অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ অনঘ

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

সমস্যায় জর্জরিত দেশের সামনে আজ আর এক সমস্যা উপস্থিত। তা হ'ল কাগজ সংকট। অন্যান্য দ্রব্যের সাথে, কাগজের দামও বেড়ে গিয়ে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। জানিনা এ বিপদ থেকে কতদিনে আমরা মুক্তি পাবো।

একেই নানান্ অসুবিধায় পরে ছোট ছোট সাহিত্য পত্রিকাগুলি পরে পরে মার খাচ্ছে। এখন এই অবস্থায় সাহিত্য পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখা রীতিমত কঠিন ব্যাপার। তবুও নানান্ বাধা অতিক্রম করে "অনঘ"-এর দ্বিতীয় সঙ্কলন প্রকাশিত হল। আপনাদের সহযোগীতায় এই পত্রিকার ক্রমোন্নতি আশাকরি।

যাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশনে সাহায্য করেছেন তাঁদের, পাঠক পাঠিকা ও বিজ্ঞাপন দাতাদের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

নমস্কারান্তে—
সুবীর নাগ
সম্পাদক / অনঘ

এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন :—

কবিতা— সুনির্মল ঘোষ, সুমিত রায়, সুজিত কুমার বোস, মৈত্রী দেবী, সুবীর নাগ, পঞ্চশীল দত্ত।

গল্প— শ্রীঅপরি, শ্রীগোপাল, কমল ঘোষ, কাজল দে।

সাক্ষাতকার— লেভইয়াশিনের সঙ্গে / রবি কুমার দে।

পত্রিকা সমালোচনা—কৌন্তেয় সেন।

সু-হাউস

৪৪, যাদবপুর ষ্টেশন রোড।

প্রসিদ্ধ পাদুকা প্রতিষ্ঠান।

সম্পাদক
অনঘ
৭/২৯, সোদারনগর
কলিকাতা-৭০০০৫৮

প্রতীক্ষায় আর কতকাল……// সুনির্মল ঘোষ

শ্মশান মশান অনেক দেখেছি
তবু ভুলেও বুকের ভেতর শ্মশাণের চিতা জ্বলে ওঠে না।
এখন শুধু বিদিশার মুখের দিকে তাকিয়ে
আল্লার নামে দোহাই আর ঈশ্বরের নামে শপথ রেখে
বলতে ইচ্ছে করে—আর কোনো দোয়েল কোয়েল
আমাকে এমন করে পাগল করেনি,

ঘুম ভাঙতে দেরী হয় রোজই
তাই কোনোদিন সূর্যোদয় দেখিনি
তা বলে বিদিশা জীবনে কখনই সূর্যোদয় হবে না ?

জানলা খুললেই আলো আসে
ভালবাসলেই ভালবাসা
তবে বিদিশা আর কতকাল তোমার গেরুয়া রং- এর কামিজ দেখাবে ?

আমি যে সবুজ মাঠে নতজানু হয়ে তোমাকে খুঁজেছি
বাসী মেঘের করুণ আলোর মত তোমার দু চোখের সাথে
পৃথিবীর সবপ্রিয় জিনিস নীলাম করেছি
তবে বিদিশা আর কতকাল মোমের আলোয় তোমার নামের
নামতা পড়ব ?

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মানুষের মন // সুমিত রায় (বয়স ১৩ বৎসর)

নরকপুরীর রাস্তা চেনো
স্বর্গদ্বারের বাঁকে ;
ভীষণ সে এক দৈত্য জেনো
সদাই সেথায় থাকে।
একলা যদি নির্জনে সে
পায় কভু তোমারে—
গ্যাঁট হয়ে সে বসবে জেনো
চাপবে তোমার ঘাড়ে।
মোদের মনেই আছে সে দেশ,
অন্য কোথাও নয় ;
দুর্বলতায় সৃষ্টি যে তার
সাহসে হয় লয়।

এ জীবনে এই কি পেলাম ‖ মৈত্রী দেবী

মানসিক দুঃসহ দীনতা।
নেই প্রেম, বিশ্বপ্রেম
নেই সহৃদয়তার কণা।
স্বার্থ নিয়ে মেতে থাকা
মজে থাকা যৌনতার রসে।
হারিয়ে ললিত কলা। ভাব সম্পদহীন—
কলা শুধু প্রয়াস যশের
না পেয়ে সূক্ষ্ম কিছু
স্থূলতা অভিনিত আসলের নামে
সত্য শিল্প-শিল্পীদের নেই কোন দাম।

বাঁচার নাম লড়াই ‖ সুজিত কুমার বোস

আজ যদি খোঁজ কোন স্নিগ্ধ ছায়াবট,
ক্লান্ত কাক, দুপুরের রোদে—
সে ম'ন বিধ্বস্ত হবেই,
কর্কশ কারখানার
ঘর্মাক্ত মানুষের দেশে।
যন্ত্রফাঁদ জাল ফেলে
কেড়ে নিল আবেগ পিঞ্জর।
চুরি হল বহু শ্রম। খতিয়ান নেই।

কবিতা দলিল নয়। তবু,
মনে হয় এর বুকে পোষ্টার টাঙাই,
লাল দাগে লিখে দিই
আমরা বুঝতে পেরেছি—
আমরা বুঝতে পেরেছি—
বাঁচার নাম লড়াই।

আমার ভালবাসা // সুবীর নাগ

আমার ভালবাসা
বিছানা কাঁপানোর নয়,
নয়, চাদর দুমরে মুচ্‌রে ; কিংবা
আবরণ হীন করে উত্তপ্ত শরীর
শীতল করা শীতল ছোঁয়ায়।

আমার ভালবাসা, চাষীর লাঙলে মিশে
মাটিতে ছড়ানো আর শ্রমিকের নোনা ঘামে
অশ্রু হয়ে মিশে।
আমার ভালবাসা, ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রে আর
দুঃখীর চোখের জলে।
জনপদবধু কাছে ভ্রাতৃত্বের দাবীতে।

যখন স্বপ্ন দেখেছি, যখন স্বপ্ন ভেঙেছি // পঞ্চশীল দত্ত

আকাশের তারা গুণে কেটে গেছে
কত বিনিদ্র রাত, তোমাকে ভেবে,
যখন তুমি ছিলে শয়নে-স্বপনে-বাস্তবে,
আমার স্বপ্নিল বাস্তবে ;
ঘুমহীন চোখে ছিল স্বপ্ন, তোমার স্বপ্ন···
আজও তারা গুণে গুণে
কাট্‌ছে বিনিদ্র রাত, তোমাকে ভেবে,
এখনও তুমি আছ শয়নে-স্বপনে,
নেই শুধু বাস্তবে—
আমার নিষ্ঠুর বাস্তবে ;
ঘুমহীন চোখে নেই স্বপ্ন, তোমার স্বপ্ন···

দীন কুটির // কাজল দে

আঁকা বাঁকা কাঠকয়লা দিয়ে ইঁটের উপর লেখা ছিল "দীন কুটির।" অনেক ঝুরিওয়ালা বিরাট একটা বটগাছ। তারই তলায় চাটাই ও গোটাকয় বাঁশ দিয়ে মাচা বাঁধা রয়েছে। তিনদিক ঘেরা ইঁট দিয়ে। এই নিয়ে "দীন কুটির।"

মালিকের আসল নাম কেউ জানেনা। ও হুলো বলেই পরিচিত। রোজ সকালে ঘরের দরমাটা দড়ি দিয়ে বেঁধে ও বেরিয়ে যায় ভিক্ষায়। আর সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসে। ওর প্রতিবেশী একজন খোঁড়া, তার আবার মাথার ওপর আচ্ছাদনও নেই। হুলোকে ও খুবই হিংসা করে। কালো কালো দাঁত বের করে বলে, 'ওটা তো রাজ প্রাসাদ বে হুলো 'দীন কুটির' লিখেছিস কেন?

হুলো উত্তর দেয়না। ও একটা ভাঙ্গা বেতের চেয়ারও জোগাড় করেছে। সন্ধ্যেবেলায় ওই চেয়ারে বসে বিড়ি ফুঁকতে যে কী মজা। খোঁড়াটা চেঁচায়, 'গরীবের আবার ঘোরারোগ কেন রে বাপু?' ধম্মে সইবে না বলে দিচ্ছি।

জায়গাটা শহরতলী। শহরের দূষিত বাতাস একটুখানি পরিশুদ্ধ হয়ে এখানে আসে। এখানে কসমেটিকস্ নেই, মেপেছুপে কথা বলা নেই। প্যালেসকে এরা কুটির বলে না, কুটির এদের কুটিরই। উগ্র আধুনিকতার বিষাক্ত নিঃশ্বাস থেকে এরা একটু দূরে।

একদিন ওই মেঠোপথও চঞ্চল হয়ে উঠলো। গুটিকয়েক বাবুসাহেব কত কি মাপ জোপ করলেন। এই পথে রাস্তা তৈরী হবে। তাতে সাহেবদের যাতায়াতের সুবিধা হবে। হুলো, খোড়া তখন কেউ ছিল না। হুলো জানতে পারল না তার কুটির বাবুলোকদের কত পছন্দ হয়েছে। তারা যাবার আগে দরমার গায়ে দু-একটা জুতোর ঠোক্করও দিয়ে গেছে।

পৃথিবীর হাওয়াটা কি কম হয়ে গেছে? না হলে নিঃশ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে কেন? মোড়টা পার হয়েই হুলো চমকে উঠল। তার 'দীন কুটির' কোথায়? হাহাকার করে উঠলো হুলো, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি। আমি তো নিজের জগতেই নিজে বাঁচতে চেয়েছিলাম।'

না ওই তো ওর বেতের চেয়ারটা, ওই তো এনামেলের থালাটা দুমড়ে মুচড়ে মাটীর সাথে মিশে রয়েছে। সভ্যতার বুলডোজার মানবাত্মাকে পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

হা হা করে হেসে উঠল খোঁড়াটা।

"শালা ভদ্দর লোক হতে চেয়েছিলি না! বলিনি ধম্মে সইবে না। সোফায় বসে ফুক ফুক করে সিগারেট টানবি। যা শালা খা। কুত্তা কাঁহাকা।"

ছন্নছাড়া // শ্রীঅপরি

"সু-দী-প," উচ্চনারী কণ্ঠে নিজের নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সুদীপ। পিছন ফিরতেই দেখতে পেল বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে ছন্দা হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। মন্থরগতি নিয়ে পিছু ফিরল সে। সামনে আসতেই উচ্ছ্বাস ভরা কণ্ঠে বলে উঠল ছন্দাত শেষ পর্যন্ত তাহলে শুনতে পেলে। আমি তো ভাবলাম যদি বা শুনলে তবু হয়ত চিনতে পারবে না। "না চেনার কি আছে?" গম্ভীরভাবে উত্তর দিল সুদীপ।

—না তেমন কিছু নেই তবে আর একদিন নিরাশ হয়েছি কিনা। সেদিনও তুমি এমনি পথ চলছিলে। কত ডাকলাম শুনতেই পেলে না। ছুটেও নাগাল পেলাম না। বাব্ বাঃ, যা জোরে হাঁট তুমি, যেন মেল ট্রেন। থাক সেকথা, তারপর গান করছো তো?

—না

—কেন?

— ও সব গরীবের জন্য নয়. ধনীর প্রাসাদেই মানায়।

— তুমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছ। পাঁচ বছর আগের সুদীপ যেন তুমি নও।

— তোমারও কি পরিবর্তন হয়নি?

— হ্যাঁ, তবে তোমার মত নয়। তোমায় দেখলে মনে হয় যেন হাসতেই জান না।

— সত্যি ছন্দা, হাসতে আমি ভুলেই গিয়েছি।

— বাস ভীষণ লেট্ করছে, চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।

সুদীপ সারা না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

— কি দাঁড়িয়ে রইলে যে।

— আজ থাক পরে একদিন যাব।

— উহুঁ, কোন কথা শুনতে চাই না, চলো।

—মুহূর্তের দেখাটুকু অতীত সম্পর্কে টেনে অকারণ বিচলিত হচ্ছ ছন্দা। পথের সাক্ষাৎ পথে থাকাই ভালো, তাহলে আবার কোনদিন দেখা হলে সেদিন তুমি

এমনিভাবেই ডাকতে। কিন্তু ক্ষণিকের দেখা যদি সময়ের টানে সামান্য বৃদ্ধি পায় তাহলে ঐ পুরন নাম কোথায় হারিয়ে যাবে, যাকে মনের গহনে শত খুঁজলেও সন্ধান পাবে না, না—ছন্দা আমি পারব না তোমার পথের সঙ্গি হতে। আমায় বিদায় দাও।" কেমন Excited হয়ে পরে সুদীপ। অপরাধীর মত ছুটে পালাতে চায়। ছন্দা পিছন থেকে পাঞ্জাবী টেনে ধরায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সুদীপ নিরাশ কণ্ঠে বলে ওঠে "বাঁধা দিলে ছন্দা ? কিন্তু···।

— কিন্তু কি ?

— না কিছু না, চলো।

ছন্দা বুঝতে পারে ওর মনের অবস্থা, তাই কিছুটা চলার পর প্রশ্ন করে, "সুদীপ কি হয়েছে তোমার ? আমায় যেন কেমন এড়াতে চাইছ ?"

— সব বল্‌ব। চলো কোথায়ও একটু বসা যাক্।

— শ্যামলীতে চলো, কিছু জলোযোগও করা যাবে তার সঙ্গে তোমার কথাও···।

— ঐ পরিবেশ আমার জন্য নয় ছন্দা। বরং কালীঘাট পার্কে চলো।

প্রতিবাদ না করে ছন্দা ওর সঙ্গে পার্কে প্রবেশ করে ও একটা নির্জ্জন স্থান দেখে বসে পরে। শুরু হয় জমান প্রশ্নোত্তরের আসর।

— সুদীপ মনে পরে বিউটি, সুমিত, সুশীল, শিউলি আর ভাস্করের কথা।

— সবার কথাই মনে আছে। তবে অনেকের খবরই জানি না।

— কিছুদিন আগে বাসে ভাস্করের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও Bank এ চাকরী করে, resently বিয়ে করেছে। ওর মুখেই শুনলাম, সুমিত গাড়ীর বিজ্‌নেস্ করে। নিউ আলিপুরে একটা বাড়ীও নাকি করেছে। সুশীলের খবর কিছু জানি না।

— ওদের কথা থাক। তোমার কথা বলো।

— কি জানতে চাও বল, আমি কেমন আছি ? ভালো। সার্‌ভিস্ ? তাও একটা করি, আর বিয়ে ? "হ্যাঁ তাও খুব নিকটে।" পাশ থেকে কে যেন ব্যঙ্গ হাসি করে বলে ওঠে। ছন্দা অভদ্র বল্‌তে যাবে তার আগেই ভদ্রলোকের সম্মুখ দর্শন ছন্দার গালিকে হাসিতে রূপান্তরিত করে। হেসে প্রশ্ন করে ছন্দা, "কি মশাই চাকরী ছেড়ে এখন আড়িও পাতা হয় নাকি ?"

—আড়িপাতা আর হ'ল কোথায় ? তার আগেই···।

— তার আগেই কি ?

— অপ্রিয় সত্য কথা বলা গুরুর বারণ।

– ভনিতা রেখে বলুন তো, আপনি এখানে কেন ?

— যদি বলি কাজে।

— লাল বাজার ছেড়ে এখন সবুজ বাজারেও ডিউটি হয় নাকি !

— হয় বৈকি। থাক অসময়ে বিহঙ্গের রস ভঙ্গ করতে চাইনা। চলি।

—"আরে চল্‌লেন কোথায়, ছন্দা হাত ধরে টেনে বসায় ভদ্রলোককে তারপর সুদীপকে বলে, সুদীপ, এ হচ্ছে আমার জামাইবাবু, বিখ্যাত গোয়েন্দা অশোক চক্রবর্ত্তী।"

— নমস্কার। আপনার নাম অনেক শুনেছি কিন্তু পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি।

— অমন সৌভাগ্য না হওয়াই ভালো।

"থাক আর দাম বাড়াতে হবে না,' ছন্দা কথা টেনে জবাব দেয়।

— দাম থাকলে বাড়াতে লাগে না। এমনিই বাড়ে।

— খুব হয়েছে অমূল্য বাবু। এবার পরিচয় করিয়ে দি। এ হচ্ছে আমার···

— থাক কষ্ট করে আর বল্‌তে হবে না। যথাসময় নিমন্ত্রন যেন পাই।

— না মশাই গোড়াতেই ভুল হয়ে গিয়েছে।

— মাঝে মাঝে ভুল হওয়া ভালো। ওটা ভুল ধরার শুভ লক্ষণ।

— তাই বুঝি ? তা এমন কোন ঘটনা মশাইয়ের জানা আছে নাকি ?

— আমি পুলিশের লোক আমাকে এ প্রশ্ন অবান্তর। সুদীপ বাবুর অসুবিধা না থাকলে দু-একটা এমন ঘটনা অনায়াসেই বলতে পারি।

সুদীপ মাথা নেড়ে উত্তর দেয় "আমার অসুবিধা কিসের ?"

— তা হলে আরম্ভ করছি। সেদিন ছিল ১৫ই আগষ্ট। একটা কাংশন সেরে বাড়ী ফিরছি হঠাৎ একটা লোককে দেখে কেমন সন্দেহ হ'ল। কাছে যেতেই লোকটা পালাতে চাইল কিন্তু পারল না। কাঁধের ব্যাগটা প'রে যাওয়ায় ধরা প'রে গেল। থানায় নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম, একটিও জবাব মিল্‌ল না। অগত্যা রুলের বাড়ি চল্‌ল, কয়েক ঘা খেতেই লোকটা চিৎকার করে ব্যাগটা ছুড়ে ফেলে দিল। তুলে দেখ্‌লাম, তাতে ভাঙ্গা খুরি, ছেড়া ন্যাকরা, রঙের শিশি, জং-পরা ব্লেট ও কতগুলো টুকরো কাগজ রয়েছে। ভাবলাম লোকটা পাগল, হঠাৎ একটা কাগজে নজর পরায় সব যেন কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। দেখলাম একটা ঠিকানা লেখা—S. K, Bose, 23/1 New Alipore, Cal-53. লোকটাকে আর টরচার করলাম না। লকাপে রেখে ছুটলাম ঐ ঠিকানায়। আশা ! যদি কোন গুপ্ত তথ্য মেলে। ওখানে গিয়ে যা দেখলাম তা এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ভদ্রলোককে আমরা গাড়ীর দালাল বলে জানতাম কিন্তু আমার আকস্মিক আবির্ভাবে সে জানায় প্রলেপ পরল। নতুন করে জানলাম ভদ্রলোক স্মাগ্‌লার, গোপনে গাঁজার ব্যবসাও করেন। তবে মহাত্মাকে ধরার সৌভাগ্য হয়নি। অনেক অনুসন্ধানের পর যা জেনেছি তা এখন গোপন

রাখতে চাই। তবে এখানে আজ আসার কারণ ঐ একটিই। পরবর্ত্তী ঘটনা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। কেমন লাগল সুদীপ বাবু?

— দারুণ interesting, অশোক বাবু এবার যে আমায় উঠতে হবে।

— আমরাও

— ছন্দা চলি। বাকি কথা পরে একদিন শোনা যাবে।

— সোমবার আমাদের বাড়ী এসো না।

— তোমাদের নতুন বাড়ীতো আমি চিনি না।

— ১১/১ হিম রোড। কি মনে থাকবে তো?

— আশা তো করি। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায় সুদীপ।

— জামাইবাবু, এবার যে আমারও যেতে হবে।

— তা তো হবেই, আমায় তো আর প্রয়োজন নেই।

— পরদ্রব্যে নজর দেওয়া মহাপাপ! হাসতে হাসতে বিদায় নেয় ছন্দা। অশোক বাবুও এগিয়ে যায় তার উদ্দেশ্য পথে।

আজ সোমবার কত প্রতিক্ষা নিয়ে বসে আছে ছন্দা। অফিস থেকেও ফিরছে তাড়াতাড়ি কিন্তু সুদীপের কোন দেখা নেই। এমন সময় শিবুর মা একখানা চিঠি এনে তার হাতে দেয়। লেখা দেখে বুঝতে পারে সুদীপের লেখা। অধীর কৌতুহলে খাম ছিড়ে খুলে ধরে চিঠি—

Dear Chanda—

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম সোমবার তোমাদের বাড়ী যাব। তা সম্ভব হ'ল না। কারণটা চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে। আর সেদিন কেন যে তোমায় এড়াতে চেয়েছিলাম তাও এতে লেখা আছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি গান খুব ভালোবাসতাম। তাই প্রচেষ্টাও কম করিনি। কিন্তু প্রতিষ্ঠা আমার ভাগ্যে জোটেনি অথচ আমার থেকে যাদের গলা খারাপ তারা আজ এক একজন প্রখ্যাত শিল্পী। ঈর্ষা নয় ছন্দা, দুঃখ। দৌভাগ্যের পাশাখেলায় আমি হেরে গেলাম। দীনাহুরের আঘাতে সুর আমার কণ্ঠেই ম্লান হ'ল। পথভ্রষ্ট হয়ে খুঁজতে লাগলাম যে কোন একটা চাকরী। সেখানেও ঐ একই ঘটনা। অর্থ না হয় লোকবল। সামনের পথ বন্ধ দেখে নিরাশ হ'লাম কিন্তু পিছু ফিরলাম না। পাশের গলিপথে ঢুকে পড়লাম। গাঢ় অন্ধকার পথ। সাহসে ভর করে এগোতে লাগলাম প্রথমে আস্তে, পরে দ্রুত। হঠাৎ পা আমার থমকে দাঁড়াল। কি দেখলাম জান? কাল একটা মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে, কি বিভৎস তার রূপ। একহাতে চক্‌চকে ছোরা, অপর হাতে তাজা রক্তে ভেজা নোটের তোড়া। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমার শুষ্ক মুখ দেখে মূর্ত্তি অট্টহাসি করে বলে উঠলো, "ভয় করছে? তুমি তো মৃত, তোমার আবার ভয় কিসের? এসো পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।" অন্ধকার পথে মূর্ত্তিকে একমাত্র বন্ধু দেখে অস্বীকার করতে পারলাম না; অনুসরণ করলাম তাকে। তারপরের ঘটনা, সংবাদপত্রের ভাষায়—**ঘাটশিলায় কালপুরুষের তাণ্ডব, ৩ জন খুন ও ২৫০০০ টাকা উধাও। আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিউ আলিপুর ষ্টুডিও মালিক নিহত** ইত্যাদি ইত্যাদি। কি খুব ঘৃণা হচ্ছে না? সম্ভবতঃ ভয়ও! না ভয় করার কিছু নেই, তবে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রনা। তোমাকে বিশ্বাস করেই সব জানালাম, পত্র পাঠের শেষে ছিড়ে ফেলো; না' হলে উভয়েরই বিপদ হতে পারে। এবার নিশ্চই ভাবছ প্রখ্যাত গোয়েন্দার হাত থেকে রেহাই পেলাম কেমন করে। ব্যাপারটা সত্যি রহস্যময়, আসলে পুলিশ আমার যে ছবি সংগ্রহ করেছে সে অন্য লোকের, তাইতো সে যাত্রা রেহাই পেয়েছি। যাক্, এবার তোমার খেলোয়ার বন্ধু সুমিতের কথা কিছু বলি। ওর সম্পর্কে যা শুনেছ তা সব সত্য নয়। ওটা ওর উপরের পরিচয়, আসলে ও একজন স্মাগ্‌লার। সেদিন অশোকবাবু নিউ আলিপুর যে বাড়ী গিয়েছিলেন সেটাই সুমিতেরবাড়ী, আর যার কাছে উনি ওর সন্ধান পেয়েছিলেন সেই লোকটিই হচ্ছে তোমাদের আর্টিষ্ট বন্ধু সুশীল। যাকে তোমরা আদর করে সুপ্রিয় বলে ডাকতে। সেই সুপ্রিয় আজ ম্যাড্। বহুদিন আগে ওদের বাড়ী গিয়েছিলাম। শুনলাম ওর বাবা মারা গিয়েছেন। সম্পূর্ণ সংসারটা তার ঘারেই এসে পড়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম ও একটা Studio খুলবে। তারপর আর একদিন গিয়েছিলাম ওদের বাড়ী, দেখা পাইনি। পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকের মুখে শুনলাম্ সুশীল partnership-এ একটা studio খুলে ছিল, চলছিলও ভালো। কিন্তু সত্যসুন্দরবাবু ওকে ঠকিয়ে সব কেড়ে নেয়। shock টা সামলাতে পারেনি সুশীল। সেইথেকেই ওর মস্তিস্ক বিকৃতি দেখা দেয়। সেদিন নিউ আলিপুরে যে খুনটা হয়েছিল, সেই সত্যসুন্দর সমাদ্দার সুশীলের studio-এর অন্যতম অংশীদার। বন্ধুর জীবন নাশের প্রতিশোধ আমাকে এইভাবেই নিতে হল।

ছন্দা এবার বলো, পারবে আগের মত ভাল বাসতে? পারবে আদর করে কাছে ডাকতে? পারবে না। তোমাদের সমাজে আমার স্থান নেই। কিন্তু কেন? চিঠি শেষ করছি। ভালবাসা নিও। ইতি— সুদীপ।

ছন্দার চোখে জল এসে আবছা ক'রে দেয় ইতি-পারের সুদীপের স্পষ্ট নামটুকু। আস্তে ছিড়ে ফেলে চিঠিখানা।

ঠিকানা এখন // শ্রীগোপাল

সুদীপ্তর 'মা'র কাছে গৌরীর সম্বন্ধে কথাগুলো শুনে আমার সেদিন সত্যিই ভীষণ খারাপ লাগছিল। গৌরীর সম্পর্কে কোনদিন এমন কথা শুনবো ভাবিনি। মাসিমা বললেন, গৌরীর চলাফেরাটা বেশ কিছুদিন যাবৎ ভাবিয়ে তুলেছে। কাজকর্মের দিক থেকে ওর কোন ত্রুটিই নেই। কিন্তু সন্ধ্যে হলেই ও কোথায় যেন বেড়িয়ে যায়। আসে ঘণ্টা দেড়েক বাদে। জিজ্ঞাসা করলে কোন জবাব দেয় না। কখনো বলে পার্কে গিয়েছিলাম। কেমন যেন এড়িয়ে যেতে চায় ব্যাপারটা। কিছুটা যেন বেপরোয়া ভাব।

আর শুনতে ভাল লাগছিল না। ভাবতে পারছিলামনা গৌরী··· । সেই গৌরী, বন্ধু সুদীপ্তর দিল্লী ট্রান্সফার হওয়ার কথা উঠলে, ওর বৃদ্ধা মা'র দেখাশুনো ও সব সময় কাজের জন্য যাকে আমি এ বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম, সেই শান্ত, নম্র ১৬ বছরের গৌরীর মাত্র তিন বছরের এত পরিবর্ত্তন।

ট্রেনে যাচ্ছিলাম দক্ষিনেশ্বরে। আগে মাঝে মাঝেই যেতাম। অবশ্য বিশেষ কোন কারণে নয়, দক্ষিনেশ্বরের মন্দিরে। কারণ ভাললাগত সেখানকার পঞ্চবটি বনে বসে গঙ্গার জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতে। গঙ্গার বুকের উপর জোয়ার ভাটা খেলত আর ভেসে যেত লঞ্চ, নৌকা ও মোটর বোট।

·····ট্রেনটা শিয়ালদহ ষ্টেশন ছেড়ে থামল দমদম, তারপর বরাহনগর। বরাহনগর থেকে ট্রেনটী ছাড়তেই শুনতে পেলাম এক সুরেলা গলায় "বলমা তারা দাঁড়াই কোথা···।" দেখলাম একটি মেয়ে খুব করুণ সুরে গান গেয়ে ভিক্ষা করছে। মেয়েটিকে আগেও দেখেছি অনেকবার। বছর ১৫।১৬ বয়স, লালপেড়ে সাদা শাড়ী পড়া, লালচে ঘন উস্কো খুস্কো চুল। কিন্তু অপূর্ব্ব মুখশ্রী, যদিও তাতে ধুলো ময়লার প্রলেপ দেওয়া। গান শেষ হলে, ভিক্ষে করতে করতে আমার কাছে এলে মেয়েটিকে বললাম. 'কি নাম তোমার ?"

— "গৌরী"।

— ভিক্ষে না করে কাজ করনা কেন?

— কাজ কোথায় পাব বাবু ?

— থাকো কোথায়. কে কে আছে তোমার ?

— থাকি শিয়ালদা ষ্টেশনে। কেউ নেই। বাবা-মা মারা গেছে।

— পড়াশুনো করেছো ?

— পাকিস্থানে যখন ছিলাম তখন সিক্স অবধি পড়েছি। এখানে এসে আর হয়নি।

বুঝলাম ওকে বাচবার জন্য, শুধু অভাব নয় অনেক রকমের বাধা সহ্য করতে হয়। দশটা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দিলাম তাকে। দেখলাম ও দক্ষিনেশ্বরে নেমে আবার শিয়ালদহের ট্রেনে উঠলো।

সুদীপ্তর দিল্লী যাওয়া স্থির হওয়ায় একদিন ওর বাড়ী গেলাম দেখা করতে। কলিং বেল টিপতেই মাসিমা দরজা খুলে দিলেন। সুদীপ্ত ভিতরেই ছিল। এবাড়ীতে দুজনই প্রাণী। সুদীপ্তর সাথে গল্প শুরু করলাম। কথায় কথায় কাজের লোকের কথা উঠলো। আমার বারবার গৌরীর কথা মনে হতে লাগলো। সেই গৌরী, যার ঠিকানা শিয়ালদহ টু দক্ষিনেশ্বর, দক্ষিনেশ্বর টু শিয়ালদহ। যার খোঁজ করতে কলিং বেল টিপতে হয়না। শিয়ালদহ দক্ষিনেশ্বরের ট্রেনে ওর গলার সুরেলা কলিং বেল শোনা গেলে ওর ঠিকানা মিলে যায়।

সুদীপ্ত ও মাসীমার সাথে কথা ঠিক করে একদিন গৌরীকে সাথে করে হাজির হলাম ওদের C. I. T. রোডের বাড়ীতে। দরজা খুলে সুদীপ্ত প্রথমটায় অবাক হয়ে গেলেও বুঝে নিতে কষ্ট হয়নি ওর। এর মধ্যে মাসিমা এসে গৌরীর আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, বাড়ীর সবকাজ পারবে তো ? গৌরী সম্মতি জানালো ঘার নেড়ে। একদিনেই চাকরী হয়ে গেল ওর। মাইনে ২০ টাকা, থাকা খাওয়া।

এর কিছুদিন পর সুদীপ্ত দিল্লী চলে গেল। গৌরীর উপর দায়িত্ব দিয়ে আমরাও অনেকটা নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম, মাসিমার ব্যাপারে। ওর কাজে, ব্যবহারে সন্তুষ্ট সবাই।

দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ স্পেশ্যাল ট্রেনিংয়ের জন্য কোচিন যাওয়ার আদেশ জারি করে বসলেন বড়সাহেব। ওখানে আমাদের হেড অফিস। তিন বছরের ট্রেনিং। অনিচ্ছাসত্বেও, একমাত্র উন্নতির আশায় পারি জমাতে হল কোচিনে। চিঠিপত্রে সবার সাথে সম্পর্ক বাচিয়ে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে লাগলাম সময়গুলো।

ক্রমে ক্রমে ট্রেনিং-এর সময় শেষ হয়ে এল। তিন বছরের মধ্যে একবারও কোলকাতা যাইনি। দাদা বৌদি ছাড়া কোলকাতায় কেই বা আছে। ছুটিগুলো দেশভ্রমণের কাজে লাগিয়ে দীর্ঘদিন বাদে কোলকাতায় ফিরলাম। চিঠিতে জেনেছিলাম সুদীপ্ত ২।৩ বার কোলকাতা এসেছিল।

একটাদিন বিশ্রাম করে পরদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত হলাম সুদীপ্তদের বাড়ী। কলিংবেল টিপলাম, লোড সেডিং। কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাড়ালেন মাসিমা। আমায় দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, কবে এলে বাবা ?— বললাম,

গত পড়ত। ভাল আছেন তো? 'আছি আরকি'—মাসিমার সংক্ষিপ্ত উত্তরের পর জিজ্ঞাসা করলাম, গৌরী কোথায়? বললেন, সন্ধ্যের সময়তো ও বাড়ীতে থাকেনা একদিনও। বসো বাবা, আমি আসছি।

আমাকে বসতে বলে মাসিমা পাশের ঘরে গেলেন, এলেন কিছুক্ষণ বাদে চা-জলখাবার নিয়ে। খেতে খেতে কথা হল গৌরীর সম্বন্ধে। কথাগুলো শুনে গৌরীর উপর একটু রাগই হচ্ছিল। কোথায় যায় প্রতিদিন সন্ধ্যে বেলা? ভাবতেই পারছিলাম না তিন বছর আগের গৌরীর আজ এত পরিবর্ত্তন হতে পারে। ঠিক করলাম, একদিন একটু আগে আগে গিয়ে দেখা করবো গৌরীর সাথে। ওর সাথে সামনা সামনি কথা হওয়া দরকার।

সপ্তাহখানেক বাদে এক রোববার সকালে সুদীপ্তদের বাড়ী উপস্থিত হলাম। শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো ১৪।১৫ বছরের অপরিচিত একটী মেয়ে। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম নতুন মুখটি দেখে। সেই অবকাশে মেয়েটি মাসিমাকে ডেকে নিয়ে এল। লক্ষ্য করলাম মাসিমার মুখে কোন অভিযোগ না থাকলেও মুখটা যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর। লৌকিকতা রক্ষা করে হেসে বল্লেন, "এই যে বাবা এসো এসো। ভালই হয়েছে তুমি এসেছো। তোমার একটা চিঠি আছে।" বুঝলাম সুদীপ্তর চিঠি। মাসিমা পুরানো মোটা রামায়ণটার মধ্যে থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ এনে আমায় দিলেন। অন্যান্য কোন কথাবার্ত্তা না বলে আগেই চিঠি খুললাম। সম্বোধন ও জড়ানো হাতের লেখা দেখেই বুঝলাম, আমার ধারণা ভুল। ওটা সুদীপ্তর নয় অন্য কারো চিঠি। যাই হোক, পড়ে যেতে লাগলাম চিঠিটা।

শ্রদ্ধেয় দাদাবাবু—

আপনারা অনেকেই হয়ত আমায় ভুল বুঝেছেন। তবে বিশ্বাস করুন আপনার উপকারের অমর্য্যাদা আমি করিনি। আপনার কাছ থেকে যে সাহায্য আমি পেয়েছি তারজন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। আপনার সাহায্য না পেলে হয়ত আমি এতদূর অগ্রসর হতে পারতাম না। আমি একটা সঙ্গীত শিক্ষায়তনে শিক্ষিকার কাজ পেয়েছি এ সপ্তাহ থেকে। অবাক হচ্ছেন? হ্যাঁ প্রতি সন্ধ্যেবেলা আমি গান শিখতে যেতাম নানা অজুহাত দেখিয়ে। সত্যি কথাটা বলিনি পাছে আমার লক্ষ্যে বাধা পরে। আমায় আর নিশ্চয়ই ভুল বুঝবেন না। যাতে 'মা'র কোন অসুবিধা না হয় তাই কাজের একটা লোক দিয়ে গেলাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার লক্ষ্যে পৌছুতে পারি। নমস্কার জানবেন। ইতি—গৌরী।

চিঠিপড়া শেষ হলেও আমি মাথা নীচু করে ভাবতে লাগলাম। কী হল? কী ঘটল? নিজের মনেই জবাব দিলাম, যা হ'ল তা ভালই হল। যা ঘটল তার জবাব নেই।

।। সাক্ষাতকার ।।

'লেভ ইয়াশিন' ফুটবল জগতে একটি উজ্জল নাম// রবি কুমার দে

এই পৃথিবী, বিভিন্ন দেশকে এক একটি প্রতিভা উপহার দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটি দেশই এক একটি বিষয়ে প্রতিভাবান ব্যক্তি পেয়েছে। ফুটবল খেলার জগতে এই ধরনের একটি অপরাজেয়, প্রতিভাবান খেলোয়ার পাবার সৌভাগ্য ঘটেছে ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু সোভিয়েত রাশিয়ার।

আমি যাঁর কথা লিখছি, তিনি হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলকিপার লেভ ইয়াশিন। প্রবাদ আছে ইয়াশিন যখন গোলকিপার খেলেন, তখন একটা মাছি পর্য্যন্ত ঢুকতে পারেনা। কয়েকদিন আগে ইয়াশিন ভারত সফরে এসেছিলেন, সঙ্গে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত টেনিশ খেলোয়াড় ম্যাএভেলি। লেভ ইয়াশিন নিজের বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, সাহস ও প্রতিভা দিয়ে প্রথম থেকে শেষ খেলা পর্য্যন্ত যেভাবে আত্মপক্ষকে রক্ষা করে এসেছেন, তা বিশ্বের ফুটবল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সর্বপ্রথম তাঁদের অভ্যর্থনা করেন ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়ার স্পোর্টস ক্লাব। প্রায় সাতফুটের কাছাকাছি দীর্ঘ দেহ নিয়ে তিনি যখন সে সভায় দাঁড়ালেন, তখন অগণিত জনতার জয়ধ্বনি কাঁপিয়ে দিল আকাশ বাতাস। এইদিন তাঁর সম্মানার্থে বক্তৃতা দেন, ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার রিজিওন্যাল ম্যানেজার, শ্রী জে, সি, গুহ, শ্রী এন্, সি, ভালুকদার, শ্রীশৈলেন মান্না ও ফুটবল জগতের জনপ্রিয় এবং খ্যাতির শীর্ষাধিকারী শ্রীচুনী গোস্বামী।

এর পরদিন প্রেস ক্লাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হয়। লেভ ইয়াশিন ভাল ইংরাজি জানেন না, তাই দোভাষীর সাহায্যে আমরা প্রশ্নের উত্তর পাই।

ভারতের ফুটবলের অবনতি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে তিনি বলেন, ভারতে অন্যান্য সমস্যার এত চাপ যে তার ফলে খেলোয়াড়দের খেলার প্রতি সম্পূর্ণ মনযোগী হওয়া কঠিন। খেলোয়ার দের অন্যান্য সমস্যা না থেকে যদি খেলাটাই সমস্যা হয় তাহলে উন্নতি করা সহজ। কিন্তু নানা সমস্যা আজকে ভারতের ফুটবলকে উন্নত করতে অসুবিধা সৃষ্টি করছে।

প্রায় ছটা নাগাদ সভা ভাঙ্গল। প্রেস ক্লাব থেকে বের হয়ে আসবার পথে দিগ্বীজয়ী ফুটবল খেলোয়াড়কে ধন্যবাদ জানিয়ে ফিরে এলাম।

রহস্যময় একটি রাত্রি // কমল ঘোষ

(বয়স বার বছর)

আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন দত্ত কাকু। প্রতিদিন রাতে পড়াশুনোর শেষে দত্ত কাকুর বাড়ীতে যেতাম। সেখানে গল্পের আসর বসত। একদিন দত্তকাকুকে গল্প বলার জন্য বলতে, তিনি বললেন, আজ নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলি :—

আমি একবার অফিসের কাজে ট্রায়ে গিয়েছিলাম। কাজের শেষে ফিরছি, ফার্ষ্ট ক্লাসে। রাত তখন কটা জানিনা। জানলা-দরজা বন্ধ থাকলেও বুঝলাম ট্রেনটা একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়ালো।

ট্রেন থামার কিছুক্ষণ পরে কে যেন দরজা ধাক্কাতে লাগলো। উঠে দরজা খুলতে গেলাম কিন্তু তার আগেই ট্রেন ছেড়ে দিল। আর ধাক্কানোও বন্ধ হয়ে গেল। দরজা খোলা আর হ'লনা। এসে আবার শুয়ে পরলাম।

হঠাৎ বাঙ্কের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা লোক বসে আছে। প্যান্ট ও লং কোট পরা, মাথায় টুপি। দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ, ভাবলাম, লোকটা ঢুকলো কি করে!

আমাকে তাকাতে দেখে লোকটা বলে উঠলো, "Why you have not open the door, when I am knocking it? What would happend if I fall down? Never done such type of work again." অর্থাৎ—"আমি দরজা ধাক্কাছিলাম, আপনি খোলেননি কেন? যদি পড়ে যেতাম তখন কি হত? আর কখনো এমন করবেন না।" আমি ঘাড় কাত করে তার কথায় সায় দিলাম।

একটু বাদে আবার বাঙ্কের দিকে চোখ পড়তেই দেখি লোকটা নেই। উঠে দরজা জানালা ভালকরে দেখলাম; আগের মতই লাগানো আছে। একটু ভয় হল, তাই পরের ষ্টেশনে থার্ডক্লাসে গিয়ে উঠলাম। উঠে দেখি একজন চেকার টিকিট চেক্ করছে। জানালার ধারে একটা ফাঁকা সিট পেলাম। চেকার একসময় আমার কাছে টিকিট চাইল। আমি টিকিটটা এগিয়ে দিতে. তিনি সবিস্ময়ে বললেন, "এতো ফার্ষ্টক্লাসের টিকিট, আর আপনি থার্ড-ক্লাশে কেন?" আমি সামনের সিটটা দেখিয়ে বল্লাম 'বসুন সব বলছি" তিনি বসে বললেন, "আমাকে সামনের ষ্টেশনে নামতে হবে।"

টিকিট চেকারকে সব খুলে বল্লাম। তার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, কয়েক বছর আগে এক রাতে একজন চেকার কেন জানি না ঐ কামরাটিতে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ ষ্টেশনে গাড়ী বেশীক্ষণ থামে না। গাড়ী ছেড়ে দিতে তিনি ক্ষান্ত হন না। পাদানির উপর লাফিয়ে উঠে আরো জোরে জোরে ধাক্কাতে থাকেন। হঠাৎ তিনি হাত ফসকে চাকার নিচে পরে যান।" একটু থেমে আবার বললেন, 'তারপর থেকে যে ঐ কামড়ায় রাত্রি বেলা যায়, সে-ই, আপনি আজ যা দেখেছেন, তাই দেখে।"

ট্রেন এসে ষ্টেশনে দাঁড়ায়, চেকার নেমে যান।

কিছুক্ষণ পরে ট্রেন ছেড়ে দেয়, আমি ক্লান্ত চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ পর দূরে একটি প্লাটফরম দেখতে পেলাম। প্ল্যাট্‌ফরমে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে. প্ল্যাট ফরমের কাছে আমাদের গাড়িটা যেতেই অন্য গাড়িটা ছেড়ে দিল। আমাদের গাড়ি ঐ ষ্টেশনে থামলো না, দুটি গাড়ি একসঙ্গে পাশাপাশি চলছে। হঠাৎ ঐ গাড়িটির একটি কামরার দিকে নজর পড়লো। দেখি একটি লোক পাদানির উপর দাঁড়িয়ে; লোকটি সমানে দরজা ধাক্কাচ্ছে। প্ল্যাটফরম ছেড়ে যেতেই ট্রেনের গতি বাড়ার মিনিট কয়েক পরে লোকটি ছিট্‌কে চাকার তলায় পড়লো। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার দেহটা থেৎলে গেল।

এই বীভৎস দৃশ্য দেখে, আমি লাফিয়ে উঠলাম, মুহূর্ত্তের মধ্যে অনুভব করলাম মাথায় অসহ্য যন্ত্রনা।

চোখ মেলে দেখলাম, সকাল হয়ে গেছে। আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখলাম? আমি তো ফাষ্টক্লাশে যাছিলাম, থার্ডক্লাশে এলাম কি করে? সবটাই স্বপ্ন, না সত্যি?

ত্রৈমাসিক সাহিত্য মুখপত্র

পড়ুন পড়ান লেখা পাঠান

সোনালী বয়স

যোগাযোগের ঠিকানা :—

সম্পাদক—৫, কলাবাগান লেন

কলিকাতা-৩৩

দিগ্বাত্র

যোগাযোগের ঠিকানা :—

সম্পাদিকা—২/১০৬, শ্রীকলোনী

কলিকাতা-৪৭

॥ পত্রিকা সমালোচনা ॥

সমালোচকের কলমে // কৌন্তেয় সেন

এই দশকের প্রেমের কবিতা // সম্পাদনা বিমল দেব :

'যে সময়ে চাঁদে বিজ্ঞান যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে' প্রেমের কবিতা সম্পাদনা করার মত মনের অধিকারী তরুণ কবি বিমল দেব প্রথমেই তার সুন্দর মন এবং এই প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা পাবার যোগ্য। দু'ফর্মার এই সংকলনে মোট ছাব্বিশজন মূলত সত্তর দশকের কবির প্রেমের কবিতা স্থান পেয়েছে। এই ছাব্বিশটি কবিতার মধ্যে উদয়ন ভট্টাচার্যের 'দুঃখ' অচিন চৌধুরীর 'তোমার জন্যে' অজয় সেনের 'শিমুল বীজ' শংকর ব্রহ্মের 'এই প্রেম' এবং অবশ্যই বিমল দেব এর 'তোমাকে' প্রেমের সার্থক কবিতা। অন্যান্য কবির মধ্যে কমল সাহা, রমেশ পুরকায়স্থের কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। এই সংকলনে ফণিভূষণ আচার্যের লেখা ভূমিকাটি সংকলনের মান উন্নত করেছে। সংকলনটিতে সুকোমল রায়চৌধুরীর কি যেন 'সমুদ্র পৃষ্ঠে ফ্রিজ হয়ে যাওয়া চারশো' থাপ্পর না ঘুষি টুসি অথবা তরুণ চৌধুরীর 'ষষ্ঠ ঋতু যাপন করেছি এখানে…' ইত্যাদি ইত্যাদি আরো বড় নামের কবিতা দুটি নামের অনর্থক ষ্টান্টেয় মতই অর্থহীন। তবে আশার কথা; সংকলনটিতে ভালো কবিতার সংখ্যা বেশী থাকায় কম সংখ্যক খারাপ কবিতা প্রাধান্য পায়নি। সংকলনটি উৎসর্গ করা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে।

দিগ্বাত্র // সম্পাদনা—সুনন্দা মুখোপাধ্যায় :

ত্রৈমাসিক এই সংকলটিতে গল্প, কবিতা আছে। কবিতাগুলোর মধ্যে শ্যামল মজুমদার, শংকর ব্রহ্ম, দেবানন্দ দে, অভীক রায়, সুনন্দা মুখোপাধ্যায় এবং শিখা দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামল মজুমদারের কবিতায় 'দিনের ভালবাসাময় রমনী কেমন চলে যায়/সন্ধ্যের অন্ধকারে রূপালী মাছের মত অন্য নদীর ঘাটে' দেবানন্দ দের কবিতায় 'অসুস্থ দীর্ঘশ্বাস আর বিলম্বিত চোখের কার্নিশে/এ কোন প্রত্যাশা?' এবং অভীক রায়ের কবিতার আঙ্গিকটা আকর্ষক। এই সংকলনের দুর্বলতম বিভাগ গল্পের। পাতার পর পাতায় শব্দ সাজানো হয়েছে, হ'য়ে, আর যা হোক সেগুলো একটাও গল্প হয়নি। এবং পরিশেষে ৩১॥০ পৃষ্ঠার পত্রিকায় ৮ জন সম্পাদক/সম্পাদিকা কেন?

॥ নিয়মাবলী ॥

- 'অনঘ' পড়ুন পড়ান। সমালোচনা ও লেখা পাঠান।
- 'অনঘ'-এর সভ্যহোন। সভ্যচাঁদা, প্রথম মাসে ২ টাকা, পরের প্রতি-মাসে ৫০ পয়সা। যে কোন মাস থেকে সভ্য হওয়া যায়। প্রত্যেক সভ্যকে 'অনঘ'-এর প্রতি সংকলনের এক কপি করে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
- গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—২ টাকা।
  " " " (সডাক)—৩ টাকা।
- চিঠিপত্র, টাকা-পয়সা, কার্য্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান।
- অমনোনিত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠাবেন।
- ১৫ বছর পর্য্যন্ত লেখক-লেখিকাদের বয়স উল্লেখের প্রয়োজন।
- বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি :—
  ক) 'অনঘ' বিজ্ঞাপন দিন আপনার পন্যদ্রব্যের গুনাগুণ যত্নের সাথে, অনঘ ঘরে ঘরে পৌছে দেবে।
  খ) বিনিময় বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন।
- সমালোচনার জন্য পত্রিকা পাঠান।

কার্য্যালয় :—৭/২৯ পোদ্দার নগর। ৭০০০৬৮।

যাদের নিয়ে 'অনঘ'-এর দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ :—

সম্পাদক—সুবীর নাগ।

সহঃ সম্পাদক—সুশীল রায়, নিখিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

সভ্য :—সুজিত বোস, ভাস্কর দাসগুপ্ত, বাদল গঙ্গোপাধ্যায়, তপন পাল, পীযূষ মিত্র রায়, পার্থ সেনগুপ্ত, শঙ্কর গুছাই, প্রবাল দাস, বিশ্বজিৎ দাস, বাসুদেব গাঙ্গুলী, রবি দে, অশোক চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ নাথ ও দীপক বড়ুয়া।

সভ্যা :—কৃষ্ণা গুছাইত, পলা সরকার, সুমনা সেন, দীপালি সরকার, শিখা মজুমদার, অনিমা সুর, স্বপ্না সাহা, সুপ্রীতি ঘোষ, মালবিকা রায় চৌধুরী, মৈত্রী দেবী, নন্দিতা সরকার, দেবী বসু রায়, গীতা বর্মন, রাধা ব্যানার্জী ও ভারতী সাধুখাঁ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

শঙ্কর দত্ত রায়, শঙ্কর দাশগুপ্ত, হীরেন দাস, মধুময় চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ সরকার ও ফ্রেন্ডস্ সোসাইটি।

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংকলন
ANAGH

সাম্মানিক বিনিময়—পঞ্চাশ পয়সা

A short course in Human Relations :

The 6 most important words : I admit I made a mistake.
" 5 " " " I am proud of you
" 4 " " " What is your opinion
" 3 " " " If you please
" 2 " " " Thank you
" 1 " " " We
And the least important word—I

With best Compliments from :

NEO BUILT CORPORATION
38L, Maharaja Tagore Road,
Calcutta-31
Phone : 46-6183

With best Compliments from :

NEW DRESSCO
Ladies Gents, Tailors & Outfittets
391/119, Prince Anwar Shah Road, Calcutta 31
Prop : ANIL CHANDRA DAS

চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোম্পানী
৪৪৪।এ, কালীঘাট রোড, কলিকাতা - ৭০০০২৬
এখানে অ্যাকোর্ডিয়াম, ড্রাম, বাক্স, ষ্টোভ, কুকার ও যাবতীয় টিনের জিনিষ স্বল্প মূল্যে ও যত্ন সহকারে তৈয়ারী, মেরামত ও রং করা হয়। তাছাড়া কাপ-ডিসেরও আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে।
॥ যোগাযোগ করুন ॥

Edited and Printed by Subir Nag, 7/29, Poddar Nagar, Dhakuria, 700068 & Published by him from Baghajatin Press, Calcutta-7000-32.